রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে

আল লাম'আত

বদিউজ্জামান
সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন

সূচীপত্র

প্রথম লাম'আ **১১**

হযরত ইউনুস আ.-এর মুনাজাত : لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ হযরত ইউনুস (আ)-এর এই মুনাজাত দোয়া কবুলের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ উসিলা। প্রতিকুল পরিবেশে মাছ সমুদ্র রাত এবং মহাশূন্য তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে সকল জনতা তার খেতমদ ও সহযোগিতায় আসলেও বিন্দুমাত্র লাভ হতো না অর্থাৎ উসিলাসমূহের প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। এই তিনটিকে একই সঙ্গে হুকুমের অধিনস্তকারী কোন সত্তাই তাকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে পারে। হযরত ইউনুস (আ)-এর এই মুনাজাত আমাদের বাস্তব জীবনের সাথেও সম্পর্কিত এক্ষেত্রে রাত হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ, সমুদ্র হচ্ছে এই ভূপৃষ্ঠ এবং মাছ হচ্ছে আমাদের নাফসের খায়েস।

দ্বিতীয় লাম'আ **১৫**

হযরত আইয়ুব আ.-এর মুনাজাত : اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ হযরত আইয়ুব (আ) দীর্ঘসময় ধরে কুষ্ঠরোগে ভোগলেও অসুস্থতার বিশাল পুরষ্কারের কথা চিন্তা করে পরিপূর্ণ ধৈর্যের সাথে সবর করেছে। পরবর্তীতে যিকির ও ইবাদত বন্দেগী ক্ষতিগ্রস্ত হবে চিন্তা করে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য এই মুনাজাতের মাধ্যমে সুস্থতা চাইলেন। বাস্তব জীবনেও প্রতিটি মানুষ আধ্যাত্মিক ও রুহানীর দিক থেকে হযরত আইয়ুব (আ)-এর চেয়ে আরো বেশি ব্যধিগ্রস্ত। তাই আমরা ঐ আইয়ুব (আ)-এর মুনাজাতের চেয়েও হাজার গুণ বেশি এই মুনাজাতের মুখাপেক্ষী।

তৃতীয় লাম'আ **২৪**

চিরন্তন ও চিরস্থায়ী আল্লাহর প্রতি ভালবাসা : হে চিরঞ্জীব, তুমিই চিরন্তন, এই বাক্যে দুটি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করছে যে চিরস্থায়ীত্বের জন্য সৃষ্টিকারী বা চিরস্থায়ীর প্রেমে আসক্ত মানুষের আত্মা, অনাদি ও অনন্ত পরাক্রমশালীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ক্ষণস্থায়ী জীবনও চিরস্থায়ী জীবনে পরিণত হয়। অন্য দিকে চিরন্তন সত্তার সাথে সম্পর্কহীন হাজার বছরও এক মুহূর্তের সমতুল্য নয়। চিরস্থায়ীত্বের প্রতি আসক্তদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় এক রিসালা।

চতুর্থ লাম'আ **৩২**

নবী পরিবার ও সাহাবীদের সম্মান : আলোচ্য রিসালাতে নবী পরিবার ও সাহাবীদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা ও তাদের সমালোচনা ও অসম্মান প্রদর্শনকারীদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে। একই সাথে শিয়াদের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণাকে যুক্তিযুক্তভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে আকিদাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম লাম'আ **৪৫**

এই লেমাটি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ আয়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক হাকিকাতকে পনেরটি ধাপে ব্যাখ্যাকারী একটি রিসালা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাকিকাত ও ইলমের চাইতে যিকির ও তাফাক্কুরের সঙ্গে এটি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত হওয়ায় আপাতত লেখা হলো না। অবশ্য "মিরকাতুস সুন্নাহ ওয়া তিরয়াকিল মারদিল বিদা" নামের গুরুত্বপূর্ণ লেমাটি আসলে প্রথমে পঞ্চম লেখা হিসাবে লেখা হয়েছিল কিন্তু এই লেমাটি এগারটি গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্ম অর্থকে তুলে ধরায় এটি এগারতম লেমাটি হিসাবে স্থান করে নেয়। ফলশ্রুতিতে পঞ্চম লেমাটি খালি থেকে যায়।

ষষ্ঠ লাম'আ **৪৫**

অনেক আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ হাকিকাতকে

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ বাক্যটি ধারণ করছে। এই হাকিকাতকে পনের-বিশটি ফিকরী ধাপে ব্যাখ্যাকারী একটি রিসালা হওয়ার কথা ছিল এই লেমাটির কিন্তু আমি যা অনুভব করেছি এবং আমার রুহে বহমান প্রবাহে যিকির ও তাফাক্কুরের সাথে যে সমস্ত ধাপসমূহ অবলোকন করেছি তা ইলম ও হাকিকাতের সঙ্গে নয় বরং আনন্দ ও হাল অবস্থার সাথে আরোও বেশি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় হাকিকাত সংক্রান্ত লেমাসমূহের মাঝে এটিকে স্থান দেয়া হয়নি। শেষের দিকে লেখা আরোও উপযোগী হবে ভেবে রেখে দেয়া হলো।

সপ্তম লাম'আ **৪৬**

কুরআনের মুজিযা ও সাহাবীদের গুণকীর্তন : উক্ত লাম'আতে সূরা ফাতহের শেষের আয়াতসমূহের সাত প্রকার অদৃশ্য সংবাদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই সাথে সাহাবায়ে কেরাম (রা) হলেন রাসূলের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান কারণ তারা উন্নত গুণাবলী ও সমুন্নত স্বভাব-চরিত্র দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করেছেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত রিসালা।

অষ্টম লাম'আ **৫৮**

কেরামতে গাউছিয়া রিসালায়, শিক্কায়ে তাসদিকয়ে গাইবিয়া অংশে এবং তেকসির লামআ'হ অংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

নবম লাম'আ **৫৮**

তেকসির লামআ'হ অংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

দশম লাম'আ **৫৯**

ভালোবাসার চপেটাঘাত : এই লামআ'হর মধ্যে আমার যেসকল প্রিয় ভাই ও বন্ধু-স্বজন কুরআনুল কারীমের খেদমত করতে গিয়ে মানবিক দুর্বলতায় ভুল-ত্রুটি ও উদাসীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার আঘাত এবং রহমতের শিক্ষার জন্যে চপেটাঘাত খেয়েছেন তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। কুরআনুল কারীমের খেদমত করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসকল অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সেগুলোর একটি ধারাবাহিক বর্ণনাও প্রকাশ করা হবে। যাতে কুরআনের পথের পথিকদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা এবং আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা আরো বৃদ্ধি পায়।

এগারতম লাম'আ **৭৪**

সুন্নাতের মর্তবাগুলোর আলোচনা এবং বিদাত নামক অসুস্থতার মহৌষধ : এই লাম'আতে সুন্নতের গুরুত্ব এবং এর উপকারিতা অপর দিকে বিদাত নামক অসুস্থতার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় একই সাথে কীভাবে একজন মানুষ সুন্নত পালনের মাধ্যমে তার জীবনে প্রতিটিক্ষণকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বারতম লাম'আ **৯৫**

কুরআনিক রহস্যের বর্ণনা : এই লাম'আতে রিযিক যে সরাসরি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই তিনি তাঁর রহমতের ভাণ্ডার থেকেই তা বের করেন সুতরাং প্রত্যেকটা প্রাণী রিযিক তার রবের দায়িত্বে তাই কেউই ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে না তা প্রমাণ করা হয়েছে। এবং কুরআনির রহস্যের সাথে সম্পর্কিত সপ্তস্তর আসমান এবং সপ্তস্তর যমীন সংক্রান্ত ভূগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্র থেকে সৃষ্ট সমালোচনার যথপোযুক্ত উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

তেরোতম লাম'আ **১৩৭**

আশ্রয় প্রার্থনার হিকমত : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম-এর হিকমত ও রহস্য সংক্রান্ত এই রিসালায় শয়তান সৃষ্টির হিকমত ও উদ্দেশ্যে এবং মুমিনদের শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং শয়তানের বিভিন্ন ধরনের ধোকা ও চক্রান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও তার করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

চৌদ্দতম লাম'আ **১৩৮**

কতিপয় হাদীস ও ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা : এই রিসালায় পৃথিবী মাছ এবং ষাঁড়ের উপর অবস্থিত হাদীস সম্পর্কে যৌক্তিক ও ইশারার মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই বরকতময় চাদর পরিধান করতেন, সেটা হযরত আলি রা., ফাতেমা রা., হাসান ও হুসাইন রা.-এর উপর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাদের জন্য এই অবস্থায় দোয়া করেছিলেন এর হেকমত ও রহস্যকেও বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতের যে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পনেরতম লাম'আ **১৫৯**

রিসালায়ে নূর সমগ্রের কালিমাত, মাকতুবাত এবং চৌদ্দতম লেমা পর্যন্ত সূচিপত্র প্রতি অংশের সূচিপত্র অর্থাৎ কালিমাতগ্রন্থের সূচিপত্র কালিমাত গ্রন্থে দেওয়ায়, মাকতুবাত এবং লামআতেরও নিজ সূচিপত্রগুলো ঐ গ্রন্থ শেষে দেয়া হয়েছে তাই এখানে দেয়া হলো না।

ষোলতম লাম'আ **১৬০**

আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বিজয় সম্পর্কে আল্লাহর ওলীদের সংবাদ প্রদান ও তার বাস্তব ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি পাওয়া যায় তা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর এই রিসালায় বর্ণনা করা হয়েছে।

সতেরতম লাম'আ ১৭৬

আল্লাহর মারেফতের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের উন্মোচন, আত্মিক পরিভ্রমণ এবং গভীর চিন্তা-গবেষণার মাঝে প্রকাশিত কিছু বিষয় এবং তাওহীদের কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহান ও ব্যাপক হাকীকত-বাস্তবতার সূচনা দেখানোর জন্যে, এর শুধু উপক্রমণিকা প্রকাশ করার জন্যে এবং সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট নূরের কিছু ঝলকানি উন্মোচন করার জন্যেই যেহেতু এই উপদেশসমূহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাই সেগুলো বিভিন্ন সতর্কবাণী, লক্ষণীয় বিষয় এবং চিন্তা-ভাবনা আকারে লেখা হয়েছে।

আঠারতম লাম'আ **২২০**

ভবিষ্যতে অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশ করা হবে তাই এখানে প্রকাশ করা হয় নি।

উনিশতম লাম'আ **২২১**

মিতব্যয়িতা, তুষ্টি অপচয় ও অব্যয় সম্পর্কে : খালিকে রাহীম মানব জাতিকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। এর বিনিময়ে তিনি বান্দার কাছ থেকে শুকরিয়া প্রত্যাশা করেন। আর অপচয় হলো শুকরিয়ার বিপরীত। এর দ্বারা নিয়ামতকে অসম্মান করা হয় যা বান্দার জন্য ক্ষতিকর। অপরদিকে মিতব্যয়িতার দ্বারা নিয়ামতকে সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব। যা বান্দার জন্য খুবই লাভজনক এক ব্যবসা। এরকম তুলনামূলক ভাবে মিতব্যয়িতা গুরুত্বকে বর্ণনাকারী এক রিসালা।

বিশতম লাম'আ **২৩৩**

ইখলাস সম্পর্কে : ইখলাস যে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক ভিত্তি এবং ইখলাসহীনতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিভাবে এই অশুভ পরিণতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে ইখলাস অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। সেই সম্পর্কে উক্ত রিসালায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

একুশতম লাম'আ **২৪৭**

ইখলাস সম্পর্কে : এই রিসালায় ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই দুনিয়ায়, বিশেষত পরকালীন খেদমতসমূহের অতি গুরত্বপূর্ণ ভিত্তি, দৃঢ়তম শক্তি, সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সুপারিশকারী, সবচেয়ে শক্তিশালী নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু, হাকিকত ও বাস্তবতার সংক্ষিপ্ততম পথ, সর্বোত্তম গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক দোয়া, উদ্দেশ্য পূরণের মহিমান্বিত উসিলা, সুমহান স্বভাব এবং বিশুদ্ধতম ইবাদত হচ্ছে ইখলাস।

বাইশতম লাম'আ **২২৬০**

রিসালায়ে নূর ও এর লেখক সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা ও ভুল ধারণা সম্পর্কে যথাযথ উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

তেইশতম লাম'আ **২৭২**

বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে : এই রিসালা প্রকৃতিবাদী নাস্তিকতাবাদের মৃত্যু ঘোষণা করে এবং অবিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তরসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বকে যুক্তিযুক্ত ভাবে সকলের নিকট উপস্থাপন করে এবং বিশ্বপ্রকৃতি যে আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া অকল্পনীয় তা সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। প্রকৃতিবাদ থেকে একক স্রষ্টার দিকে আহবান করে।

চব্বিশতম লাম'আ **৩০৩**

হিজাব সম্পর্কে : এই রিসালা কুরআনের নির্দেশিত হিজাবের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করছে। অপরদিকে ভোগবাদী সভ্যতা যে কুরআনের এই হুকুমের বিরোধিতা করে চলেছে এবং হিজাবকে মানব-স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করছে না বরং তাকে "বন্দীত্ব" বলছে। এর জবাব স্বরূপ কুরআনুল হাকীমের এই হুকুম যে অতি স্বাভাবিক এবং মানব-স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর বিপরীত যে মানবস্বভাবের বিপরীত তা প্রমাণকারী অনেক তাৎপর্যকে শুধুমাত্র 'চারটি তাৎপর্য' দ্বারা বর্ণনা করছে।

পচিশতম লাম'আ **৩১৫**

বিপদগ্রস্ত রোগীদের প্রতি চিঠি : এই লাম'আটি বিপদগ্রস্ত ও রোগীদের জন্য এক ধরনের শান্ত্বনা বাণী, যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুছিবতগ্রস্তদের ক্ষতসমূহের জন্য প্রতিষেধক। উক্ত

রিসালায় অসুস্থ ও মুছিবতের সময় মুমিন হিসেবে সবরের মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করলে বিশাল সওয়াব ও পুরস্কার লাভ অপরদিকে অভিযোগ ও বিদ্রোহের দ্বারা শারীরিক অসুস্থতার সাথে মানসিক অসুস্থতা ও বৃদ্ধি পায় তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছাব্বিশতম লাম'আ **৩৩৮**

বৃদ্ধদের রিসালা : এ রিসালাটি বৃদ্ধদের জন্য যেন 'জীবন সায়াহ্নে আলোর হাতছানি' মানবজীবনে চিরন্তন সত্যে যৌবনের পরে বার্ধক্যের আগমন যেন গ্রীষ্মের পরে শীতের আগমনের মতোই অনিবার্য। জীবনের এই বাস্তবতাকে মুমিন হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করা উচিত তা কুরআনের নূর ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাতাশতম লাম'আ **৪১৬**

এসকিশেহির আদালতের আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে, তেকসির লামআ' গ্রন্থের এবং কিছু অংশ তারিচায়ে হায়াতে প্রকাশিত হয়েছে।

আটাশতম লাম'আ **৪১৫**

আটাশতম লামআ'। এই রিসালাটির কিছু অংশ এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকি অংশগুলো 'তেকসীর লামআত' গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

আটাশতম লাম'আ দ্বিতীয় অংশ **৪৩২**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত কিছু অবস্থার ব্যাখ্যা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়ার গুরুত্ব এবং একেশ্বরবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার যথাযথ জবাব সম্পর্কিত এই রিসালা।

উনত্রিশতম লাম'আ **৪৩৮**

তাফাক্কুর সম্পর্কে : তাফাক্কুর সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আরবী শব্দসমূহের সমন্বয়ে গঠিত রিসালা।

ত্রিশতম লাম'আ **৪৫৮**

ইসমে আযম সম্পর্কে : সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালার ছয়টি ইসমে আযমের প্রতিফলনকে উক্ত রিসালায় কুরআনসুন্নাহ ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পার্থিব জগতের সমস্ত সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর ইসমে আযমের গোপন রহস্য এবং এই মহাবিশ্বের বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিটি সৃষ্টি তাদের স্রষ্টার পরিচয় বহন করছে যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই রিসালায় তুলে ধরা হয়েছে।

একত্রিশতম লাম'আ **৫৫৯**

এই লাম'আটির বিভিন্ন অংশ রিসালায়ে নূর সমগ্রের "আশ-শুয়াআত" নামক খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "আশ-শুয়াআত" এর তেরেটি অধ্যায় লেখা হয়েছে। কিছু অধ্যায় বাকী রয়েছে। "আশ-শুয়াআত" একটি স্বতন্ত্র পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হবে।

বত্রিশতম লাম'আ **৫৫৯**

"লাম'আয়াত" পুরাতন সাঈদের সর্বশেষ রচনা যা কিনা রমজান মাসের বিশ দিনে রচিত এবং নিজে নিজেই ছন্দে উপনীত। "আল-কালিমাত" নামক খণ্ডে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

তেত্রিশতম লাম'আ **৫৫৯**

নতুন সাঈদের অন্তরে সর্বাগ্রে স্বচক্ষে দেখার মতো করে আসা হাকিকাতকে আরবি ভাষায় "কাতরা, হাব্বা, শাম্মা, জাররা, হুবাব, যুহরী, শুলে এবং পরিশিষ্টসমূহ" নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলি রিসালায়ে নূর সমগ্রের "মসনবীয়ে নূরীয়া" নামক খণ্ডে স্থান লাভ করেছে।

মোনাজাত **৫৬০**

সৃষ্টির ভাষায় স্রষ্টার পরিচয় প্রদান এবং স্রষ্টার বড়ত্বের আলোচনা

প্রথম লাম'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَنَادٰى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ ۞ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ۞ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۞ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ۞ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ.1

একত্রিশতম মাকতুবের প্রথম অংশ সবসময় বিশেষভাবে মাগরিব ও এশার ওয়াক্তের মাঝখানে এই দোয়া তেত্রিশবার পাঠ করলে অনেক ফজিলত পাওয়ার আশা করা যায়। ছয়টি লাম'আর মাধ্যমে উল্লিখিত পবিত্র শব্দগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই বিভিন্ন নূর উপস্থাপন করা হবে।

হযরত ইউনুস আ.-এর মুনাজাত

হযরত ইউনুস ইবনে মেত্তা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুনাজাত সুমহান এক মুনাজাত এবং দোয়া কবুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উসিলা। হযরত ইউনুস আ.-এর প্রসিদ্ধ ঘটনার সারাংশ হলো, তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো এবং বিশাল

---

* (অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। সূরা ইউনুস, ৮৭)
* এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা ইউনুস, ৮৩)
* এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তিনি হলেন মহান আরশের অধিপতি। (সূরা তওবা, ১২৯)
* আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কতোইনা চমৎকার কামিয়াবী দানকারী। (সূরা আলে ইমরান, ১৭৩)
* শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র পরাক্রমশালী, সুউচ্চ মহান আল্লাহ তায়ালার।
* হে চিরঞ্জীব একমাত্র আপনি চিরঞ্জীব, হে চিরঞ্জীব একমাত্র আপনি চিরঞ্জীব।

একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। সমুদ্র ছিল উত্তাল এবং রাত ছিল ঝঞ্ঝাময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। চারদিক হতাশায় নিমগ্ন। এমন এক পরিস্থিতিতে ইউনুস আ.-এর

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ

(তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। সূরা ইউনুস, ৮৭)

এই মুনাজাতটি দ্রুত মুক্তির উসিলা হলো। এই মুনাজাতের মহান রহস্য হচ্ছে যে, প্রতিকূল পরিবেশে সকল উপায় উপকরণ সম্পূর্ণভাবে নিরূপায় হওয়ায় তাকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন এক সত্তার প্রয়োজন যার হুকুম একই সঙ্গে মাছ, সমুদ্র, রাত এবং মহাশূন্য পালন করবে। কারণ রাত, সমুদ্র এবং মাছ তার বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলেছে। এই তিনটিকে একই সঙ্গে হুকুমের অনুগত করেছেন এমন কোনো সত্তাই হযরত ইউনুস আ.-কে উদ্ধার করে নিরাপদ সৈকতে পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি ছাড়া যদি সকল জনতা তার খেদমত ও সহযোগিতায় আসত তাহলেও দুই পয়সারও লাভ হতো না।

অর্থাৎ উসিলাসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। উসিলাসমূহের স্রষ্টা ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় যে নেই তা সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখায় এবং আহাদিয়াত ও একত্বের বিশাল তাৎপর্য তাওহীদের নূরের মাঝে ফুটে উঠায় ঐ মুনাজাত হঠাৎ রাত, সাগর ও মাছকে বশীভূত করে। ঐ তাওহীদের নূরের দ্বারা মাছের পেট আরামদায়ক ডুবোজাহাজে এবং ভয়ঙ্কর পাহাড় সমতুল্য ঢেউ নিরাপদ মরুভূমিতে, বিচরণক্ষেত্রে ও অবকাশযাপন কেন্দ্রে পরিণত হলো। আবার ঐ নূরের মাধ্যমেই আকাশকে মেঘমুক্ত করে চাঁদকে পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকায় পরিণত করা হলো। চারদিক থেকে হযরত ইউনুস আ.-কে ভীতি প্রদর্শনকারী ও আক্রমণকারী ঐ সকল মাখলুকাত তার প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করল। নিরাপদ সৈকতে পৌঁছে লতাবিশিষ্ট গাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে তার রবের দয়াকে অবলোকন করল।

হযরত ইউনুস আ.এর প্রথম অবস্থা থেকে আমাদের অবস্থা আরো একশগুণ বেশি বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে রাত হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত। আর উদাসীনতার দৃষ্টিতে আমাদের ভবিষ্যত তার রাতের চেয়ে একশগুণ বেশি অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর। সমুদ্র হলো স্তম্ভিত এই ভূপৃষ্ঠ। এই সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউতে হাজার হাজার জানাজা বিদ্যমান এবং ইউনুস আ.এর সমুদ্র থেকে হাজার গুণ বেশি ভীতিকর। আমাদের নফসের খায়েশ ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ হলো সেই বিশাল মাছ যা আমাদের চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত। এই মাছ ইউনুস আ.-এর মাছের তুলনায় হাজার গুণ বেশি ক্ষতিকর। কারণ তার ঐ মাছ তার একশ বছরের জীবনকে ধ্বংস করে কিন্তু আমাদের মাছ হাজার কোটি বছরের জীবন ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত।

যেহেতু প্রকৃত অবস্থা এই সেহেতু আমাদেরও হযরত ইউনুস আ.কে অনুসরণ করে অন্যসকল উসিলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরাসরি সকল উসিলার স্রষ্টা আমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করে لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ বলা উচিত। আমাদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের সাথে বুঝা দরকার যে, উদাসীনতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যত, দুনিয়া এবং নফসের খায়েশগুলোর ক্ষতি থেকে শুধুমাত্র ঐ সত্তাই আমাদের বাঁচাতে পারেন যিনি ভবিষ্যত, দুনিয়া ও নফসের উপর একক কর্তৃত্বের অধিকারী। আসমান ও জমিনের স্রষ্টা ছাড়া অন্য কোনো উসিলা আছে কি যে মনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হবে? যিনি আখিরাতকে সৃষ্টি করে আমাদের ভবিষ্যতকে আলোকিত করবে এবং দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ শ্বাসরুদ্ধকর ঢেউ থেকে বাঁচাবে? কখনোই না, কোনোকিছুই ওয়াজিবুল উযূদ–চিরন্তন সত্তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কোনোভাবেই সাহায্য বা উদ্ধার করতে পারবে না।

প্রকৃত অবস্থা যেহেতু এই তাই ঐ মুনাজাতের ফলাফল হিসেবে ইউনুস আ.এর জন্য মাছ একটি বাহন ও ডুবোজাহাজে, সমুদ্র সুন্দর এক মরুভূমিতে এবং রাত সুন্দর আলোকিত রজনীতে পরিণত হলো। আমাদেরও ঐ মুনাজাতের গভীর মর্ম উপলব্ধি করে لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ বলা উচিত।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ অংশের দ্বারা আমাদের ভবিষ্যত, سُبْحَانَكَ শব্দের দ্বারা আমাদের দুনিয়া এবং اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ অংশের দ্বারা আমাদের নফসের প্রতি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে ঈমানের নূর ও কুরআনের স্নিগ্ধ আলোয় আমাদের ভবিষ্যত আলোকিত হয়, রাতের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা ভালোবাসা ও আনন্দে পরিণত হয় এবং বছর ও শতাব্দীর অবিরাম আবর্তনের ঢেউয়ে জীবনের পরিবর্তনের ফলে অসংখ্য জানাজার মাধ্যমে নিঃশেষের দিকে ধাবিত আমাদের দুনিয়াতে ও ভূপৃষ্ঠে কুরআনে হাকীমের কারখানায় তৈরিকৃত আধ্যাত্মিক জাহাজস্বরূপ ইসলামের বাস্তবতায় প্রবেশ করে নিরাপত্তার সাথে ঐ সমুদ্রের উপর ভ্রমণ শেষে গন্তব্যে পৌঁছে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে। সমুদ্রের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও মসিবতসমূহ আতঙ্ক ও বিভীষিকা নয় বরং সিনেমার পর্দায় ভেসে উঠা অবকাশযাপনের নানা দৃশ্য যা শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তা-ভাবনাকে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে

আমাদেরকে আলোকিত করে। কুরআনের গভীর মর্ম এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআনের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরলে নফস আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না বরং তা আমাদের বাহন হবে এবং যাতে আরোহণ করলে তা চিরন্তন জীবন অর্জনের শক্তিশালী এক উসিলা হবে।

মোটকথা যেহেতু মানুষ তার গঠন প্রকৃতির কারণে ম্যালেরিয়া থেকে যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয় তেমনি ভূপৃষ্ঠের কম্পন, ঝাঁকুনি এবং মহাবিশ্বের কিয়ামতের সময়কার বিশাল ভূমিকম্প থেকেও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। অদৃশ্য জীবাণু থেকে যেমন ভয় পায় তেমনি উল্কাপিণ্ডকেও ভয় পায়। নিজ বাসস্থানকে যেমন ভালোবাসে তেমনি বিশাল দুনিয়াকেও ভালোবাসে। ছোট একটি বাগানকে যেমন ভালোবাসে তেমনিভাবে অনন্তকালের জান্নাতকেও আগ্রহের সাথে ভালোবাসে। তাহলে অবশ্যই এমন এক মানুষের মাবূদ, রব, আশ্রয়দাতা, মুক্তিদাতা ও ইচ্ছাপূরণকারী এমন এক সত্তা হওয়া দরকার যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও নির্দেশের অধীনে গ্রহ-নক্ষত্র এবং অণু-পরমাণু। আর এমন একজন মানুষ সর্বদা ইউনুস আ.এর মতো

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ বলতে বাধ্য।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞

তুমি পবিত্র! আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (সূরা বাক্বারাহ, ৩২)

* * *

দ্বিতীয় লাম'আ

হযরত আইয়ুব আঃ এর মুনাজাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۞

(যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন– আমি দুখঃকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। সূরা আল আম্বিয়া, ২১ঃ৮৩)

ধৈর্যের বীর হযরত আইয়ুব (আঃ) এর এই মুনাজাত খুবই পরীক্ষিত এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী। তাই এ আয়াত থেকে উপকার লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের মুনাজাতেও رَبِّ اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ বলা দরকার।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এর প্রসিদ্ধ ঘটনার সার সংক্ষেপ হলো– দীর্ঘ সময় ধরে কুষ্ঠ রোগে ভুগলেও ঐ অসুস্থতার বিশাল পুরস্কারের কথা চিন্তা করে পরিপূর্ণ ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন। পরবর্তীতে ঐ ক্ষতগুলো থেকে উদ্ভূত পোকাগুলো যিকির এবং আল্লাহর মা'রেফাত ও পরিচিতি লাভের স্থান অন্তর ও জিহ্বায় আক্রমণ করায় ইবাদত বন্দেগী ক্ষতিগ্রস্ত হবে চিন্তা করে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নয় বরং আল্লাহর ইবাদতের জন্য বললেনঃ "হে আমার রব, আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। জিহ্বার যিকির এবং আমার অন্তরের ইবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।" আল্লাহ তায়ালা ঐ খালিস, পরিচ্ছন্ন, ক্রোধহীন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা দোয়াকে অতি চমৎকারভাবে কবুল করেছেন, পরিপূর্ণ সুস্থতা অনুগ্রহ দান করে তাকে নানা রহমতের মুখোমুখি করেছেন।

এই লাম'আতে পাঁচটি গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান-

প্রথম সূক্ষ্ম অর্থ

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর বাহ্যিক ব্যাধিগুলোর অনুরূপ আমাদেরও অভ্যন্তরীণ, রূহানী এবং আত্মিক ব্যধি রয়েছে। ভিতরকে বাহিরে আর বাহিরকে ভিতরে নেয়া হলে